শেখর

লেখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুডাপেস্ট

২৬ কার্ত্তিক

১৩৩৩

ভূমিকা

এই লেখাগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধেই এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্যদেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও বটে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা দীপশলাকার মতো হাস্যকর ও ঠেকতে পারে। তাই জর্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখাগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে কাটাকুটি ভুলচুক রয়েছে। সে সব স্খলিত ব্যক্তিগত পরিচয়েরই অন্তর্গত হয়ে গেল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov 7 1926
Balatonfüred, Hungary.

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা ॥

My fancies are fireflies
specks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে ॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সেতো বরষ না গণে,
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে ॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখীর বাসা,
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসা-পড়া ভাঙা ভাষা।

In the drowsy dark caves of the mind
dreams build their nest
with bits of things
dropped from day's caravan.

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হাল্কা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান॥

My words that are slight
may lightly dance upon time's waves
while my works heavy with import sink.

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
ছড়ায় সে তো উদাস অবহেলায়।
নহে তারা ভাবী কালের ফল,
ক্ষণকালের খামখেয়ালী খেলায়॥

Spring scatters the petals of flowers
that are not for the fruits of the future
but for the moment's whim.

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ॥

My thoughts, like sparks,
ride on winged surprises
carrying a single laughter.

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে॥

The tree gazes in love at the beautiful shadow
who is his own and yet whom he never can grasp.

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন॥

Let my love, like sunlight, surround you
and give you a freedom illumined.

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় দুলে ওঠে দিশাহারা॥

Joy freed from the bond of earth's slumber
rushes into the leaves numberless
and dances in the air for a day.

অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে
দিন সে রঙীন বুদ্বুদসম অসীমে ভাসিয়া চলে ॥

Days are coloured bubbles
that float upon the surface
of fathomless night.

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে র'বে কারো,
হয়তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো ॥

My offerings are too timid
to claim your remembrance —
and therefore you may remember them.

ফাগুন, শিশুর মতো, ধূলিতে রঙীন ছবি আঁকে,
আপনি আপনি মুছে ফেলে, ভুলে যায়, মনেও না রাখে ॥

April, like a child, writes hieroglyphics
on dust with flowers,
wipes them and forgets.

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারীদলে, দেখেন শিশুর খেলা ॥

From the solemn gloom of the temple
children run out to sit in the dust.
God watches them play and forgets the priest.

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী,
আমার বনে রাঙা,
দোঁহার আঁখি ফিরিল দোঁহে নীরবে
মাধুরে দুয়ে ভাঙা।

White and pink oleanders meet
and make merry in different dialects.

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে॥

The sky, though holding in his arms
his bride, the earth,
is ever immensely away.

দূর এসেছিল কাছে,
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

One who was distant came near to me
in the morning,
and came still nearer
when taken away by night.

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোটো ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো॥

Wishing to hearten a timid lamp
great night lightens all her stars.

আমার গভীর পতঙ্গ গুহাচর
অন্ধ গহ্বর ছেড়ে
গোধূলিতে এলো শেষযাত্রার অম্বরে,
হারিয়ে যায় পাখনা নেড়ে ॥

Mind's underground moths
grow filmy wings
and take a farewell flight
in the sunset sky till their hum is hushed.

দাঁড়ায়ে গিরি, শির মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি ॥

The lake lies low by the hill,
a tearful entreaty of love
at the foot of the inflexible.

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা॥

There smiles the Divine Child
among his playthings of unmeaning clouds
and ephemeral lights and shadows.

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের আবেগ॥

Clouds are hills in vapour,
hills are clouds in stone, —
a phantasy in time's dream.

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়॥

While God waits for his temple
to be built of love
men bring stones.

শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবী-
দাওয়া॥

Wind tries to take flame by storm
only to blow her out.

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমুদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রুজলের গান॥

The two separated shores mingle their voices
in a song of unfathomed tears.

তারার দীপ জ্বালেন যিনি
গগনতলে
থাকেন চেয়ে, ধরার দীপ
কখন্ জ্বলে॥

God among stars waits for man to light
his lamp.

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার,
নির্ঝরিণী শৈল যেমন পরশে পারাবার ॥

I touch God in my song
as the far away hill touches the sea
with its waterfall.

নানা রঙের ফুলের মত উষা মিলায় যবে
শুভ্র ফলের মতন সূর্য্য জাগে সগৌরবে ॥

Dawn — the many-coloured flower — fades,
and the sun comes out,
the fruit of the simple white light.

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক ॥

Darkness is the veiled bride
silently waiting for the errant light
to return to her bosom.

হে আমার ফুল, ভোগী মূর্খের মালে
না হোক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস আমার প্রতি ।

My flower, seek not thy paradise in a fool's buttonhole

চলিতে চলিতে খেলার পুতুল খেলার বেলার সাথে
একে একে কত কোথা পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে ॥

Life's play runs fast,
life's playthings fall behind one by one
and are forgotten.

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি ॥

Thou hast risen late, my crescent moon,
but my night bird is still awake to greet you.

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে,
তরীর তরুণী খুঁজিয়া না পায় কোথায় সে মুখ ঢাকে ॥

Breezes come from the sky,
the anchor desperately clutches the mud,
and my boat is beating its breast against the chain.

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায় ॥

The blue of the sky longs for the earth's green.
The wind between them sighs, "Alas."

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর॥

Flower, have pity for the worm,
it is not a bee,
its love is a blunder and burden.

মাটির প্রদীপ সারাদিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাতের শিখার চুম্বন পাবে জেনে॥

The lamp waits through the long day of neglect
for the flame's kiss in the night.

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
আঁধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর দীপ্ত তারা॥

Day's pain muffled by its own glare
burns among stars in the night.

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে।
দাও তার সুর বেঁধে॥

My untuned strings beg for music
in their anguished cry of shame.

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে ॥

In the shady depth of life are the lonely nests
of unutterable pains.

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে ॥

Light accepts Darkness for his spouse
for the sake of creation.

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে,
ছবি বলি তাকে ॥

The picture — a memory of light
treasured by the shadow.

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম সে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-বেলার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান ॥

In the bounteous time of roses
love is wine.
It is food in the famished hour
when the petals are shed.

দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

Through the silent night
I hear the knockings at my heart
of the morning's vagrant hopes
sadly coming back.

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি পরে
ছেলেরা গড়ে ধূলির খেলাঘর ॥

By the ruins of terror's triumph
children build their dust castle.

সূর্যের সোনালে অম্বর সোনালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আকাশে যবে ডাকে তোরে
ধূসরালো যে তোর বেলা ॥

The cloud gives all its gold
to the departed sun
and greets the rising moon
with only a pale smile.

স্খলিত পালক ধূলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে।
আকাশের ওড়া স্মরণচিহ্ন
কিছু না রাখে॥

Feathers lying in the dust
have forgotten their sky.

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরী,
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবু তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
এসেছে ফিরে এজেলিয়া॥

I lingered on my way
till thy cherry tree lost its blossoms,
but the azalea brings to me, my love,
thy forgiveness.

যবে পশিনু এলেম কুসুমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি দুটি।
চলে যাব যবে, তখনি সমীরণে
কুসুম উঠিবে ফুটি॥

The shy little pomegranate bud,
blushing today behind her veil,
will burst into a passionate flower
tomorrow when I am away.

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
ভুলায়ে রাখিছ ক্ষুব্ধ মানবহিয়া।
নিত্য তোমার তরঙ্গে ভীষণ বাণী
দুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি॥

The sea of danger, doubt and denial
around man's little island of certainty
challenges him across into the unknown.

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রভাতে জাগে নূতন জনম লভি॥

The same sun is newly born in new lands
in a ring of endless dawns.

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা,
জানে না আকাশে আছে তারা॥

The glow worm while exploring the dust
never knows that the stars are in the sky.

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান॥

God honours me when I work,
He loves me when I sing.

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি,
হায় তুমি চাও সমস্ত বনস্থলী,
লও, তাই লও তুমি ॥

I came to offer thee a flower,
but thou must have all my garden.
It is thine.

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
শুষ্ক হল শাখাফুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফোটাও ফুল ॥

Spring in pity for the desolate branch
left one fluttering kiss in a solitary leaf.

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব তোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে ॥

While the Rose said to the Sun
"I shall ever remember thee"
her petals fell to the dust.

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস॥

I leave no trace of wings in the air,
but I am glad I had my flight.

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে [redacted] ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে॥

The shy shadow in the garden
loves the sun in silence.
Flowers guess the secret and smile,
while the leaves whisper.

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ভূমীতলে॥

God watches with the same smile
the single night of a firefly
as the age-long nights of a star.

কুয়াশা যদিবা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি॥

The mountain remains unmoved
at its seeming defeat by the mist.

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা॥

Hills are the silent cry of the earth
for the unreachable.

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার।

তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার॥

Though the thorn pricked me in thy flower
O Beauty,
I am grateful.

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার।
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার॥

Let not my love be a burden on you, my friend,
Know that it pays itself.

স্বল্প সেও স্বল্প নয়, বড়োকে যে ফেলে ছেয়ে।
দু চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে॥

The world ever knows
that the few are more than the many.

সমীপে যখন সত্য দেখে বিম্বখানি
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাস্যখানি॥

Truth smiles in beauty when she beholds her face
in a perfect mirror.

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানার সে কোন্ শুভ চুম্বন পরশে॥

I see an unseen kiss from the sky
in its response in my rose.

বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘোরে,
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে॥

In the swelling pride of itself
the bubble doubts the truth of the sea
and laughs and bursts into emptiness.

বিরহ প্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি ॥

*Thou hast left thy memory as a flame
to my lonely lamp of separation.*

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হোলো দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিলো ঢেকে ॥

*My clouds sorrowing in the dark
forget that they themselves
have hidden the sun.*

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্য বারতা ॥

*Man discovers his own wealth
when God comes to ask gifts of him.*

প্রভুর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে।
বাঁশির লাগিয়া প্রভু ফিরিছে সন্ধানে ॥

*The reed waits for his master's breath,
Master goes seeking for his reed.*

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
কুসুমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ॥

The first flower that blossomed on this earth
was an invitation to me to sing.

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত॥

The world suffers most from the disinterested
tyranny of its well-wisher.

স্তব্ধ অতল শব্দহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্ব বেগের ফেনা সদাই আকৃতি ঘুরিয়া চলে।

The world is the ever changing foam
that floats on the surface of a sea of silence.

বহু-দিনের পূর্ণ মূল্য দিব যেই
তবেই মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই॥

We gain freedom when we have paid
the full price for our right to live.

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি,
শেষকালে তার কুড়াল হাঁকিয়া করে মহা দাবাদাবি॥

The clumsiness of power spoils the key
and uses the pickaxe.

জন্ম মোদের রাতের আঁধার
রহস্য হতে
দিনের আলোক মহত্তর
রহস্য স্রোতে॥

Birth is from the mystery of night
into the greater mystery of day.

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চঞ্চল॥

Migratory songs from my heart are on wings
seeking their nests in love's voice in thee.

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান করে অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারা সম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধারে মম॥

Your moments' careless gifts,
like the meteors of an autumn night
catch fire in the depth of my being.

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় কোথা
বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলস বেলার বোঝা ॥

My paper boats sail away in play
with the burden of my idle hours.

অকালে যখন বসন্ত এসে শীতের আঙিনা পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরিয়া কিছু না বিচার করে,
সেই মরণেরে শুধু বরে ॥

Spring hesitates at winter's door,
but the flower madly runs out to him
and meets her doom.

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে,
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই দণ্ড দুঃসহ ॥

Love punishes when it forgives
and the injured beauty by its awful silence.

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নূতন হয়ে উঠে।
অসুরের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে ॥

God's world is ever renewed by death
a Titan's ever crushed by its own existence.

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন,
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন॥

The tree is of today, the flower is old.
She brings with her the message
of the immemorial seed.

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশ মাঝে
পুরানো প্রেমের ভিটে বাসায় বাসা তার বাঁধেনা সে॥

My love of today finds herself homeless
in the deserted nest of the yesterday's love.

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী॥

Each rose that comes brings me greetings
from the Rose of an eternal spring.

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার পানে॥

The fire of pain traces for my soul
a luminous path across her sorrow.

ফেলে যবে যাও একা দূরে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে॥

Since thou hast vanished from my reach
I feel that the sky carries an impalpable touch
in its blueness,
and the wind the invisible image of a movement
among the restless grass.

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝঙ্কারে বীণাখানি
যখনি সূর্য্য বাহিরিয়া আসে মিলায় লাজের টানি॥

Dawn plays her lute before the gate of darkness
till the sun comes out and sees her vanish.

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে।

The dewdrop knows the sun only within its own tiny orb.

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে॥

The desert is imprisoned in the wall
of its unbounded barrenness.

ধরিত্রীর যজ্ঞঅগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার জ্বলে;
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে ॥

The earth's sacrificial fire flames up in her trees
Sealliring sparks in flowers.

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্য্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা ॥

The sky tells its beads all night
on the countless stars
in memory of the sun.

দিনে দিনে মোর কর্ম্ম আমার দিনের মজুরী পায়।
প্রেম যে আমার নিত্য দিনের চরম মূল্য চায় ॥

My work is rewarded in daily wages,
I wait for my own final value in love.

কর্ম্ম আমার দিনের মজুরী লভিতে পারে না কি।
যে প্রেম আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি ॥

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা ॥

The darkness of night is in harmony with day, —
the morning of mist discordant

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কয়—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নয়?"

An unknown flower in a strange land
speaks to the poet:
"Are we not of the same soil, my lover?"

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা॥

The worm thinks it strange and foolish
that man does not eat his books.

ফললাভ তরে কেন ওরা মরে মাথা কুটি?
ফুলের যদি লোভে থাকে ওর নিয়ে সব লুটি।

The greed for fruit misses the flower.

অনন্ত কালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া;
মেঘাক্ত অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া॥

The clouded sky today bears the vision
of a divine shadow of sadness
on the forehead of brooding eternity.

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল ॥

Flushed with the glow of sunset
earth seems like a ripe fruit
ready to be harvested by night.

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা ব্যবসায়
মধু খুঁজে খুঁজে ~~[illegible]~~ শুধু ফেরে ॥

The butterfly has the leisure
to love the lotus,
not the bee busily storing honey.

বাষ্পজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়
প্রভাতেরে চারিধারে,
অন্ধ করিয়া বন্দী করে সে তারে ॥

The mist weaves her net round the morning
captivates him and makes him blind.

শুকতারা মনে করে শুধু এক মোর তরে
অরুণের আলো।
উষা বলে, "ভালো, সেই ভালো ॥"

The morning star whispers to Dawn:
"Tell me that you are only for me."
"Yes," she answers, "and also
only for that nameless flower."

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে ॥

The sky remains infinitely vacant
for earth to build there its heaven
with dreams.

ফুলকলি ফুটে বলি নাই দুঃখ, নাই তব লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তব অগোচরে করিছে বিরাজ।
সৌন্দর্য্য বাঁধাবাঁধি অবকাশে লভিয়াছে ঠাঁই,
সুন্দর হাসির তরে প্রকাশের সুখের একটাই ॥

Beauty smiles in the confinement of the bud,
in the heart of a sweet incompleteness.

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা ॥

Leaves are masses of silence
round flowers which are their words.

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তবেই তার শান্তিলাভ হবে ॥

Let the evening forgive the mistakes of the day
and thus win peace for herself.

আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে ॥

Love attracts and unites,
Power binds with chains.

সহস্র বর্ষ
বনস্পতির তরে।
যেন সে বিরাট
একমুহূর্ত ভরে ॥

The tree bears its thousand years
as one large majestic moment.

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয় ॥

My offerings are not for the temple
at the end of the road,
but for the wayside shrines
that surprise me at every bend.

অজানা ফুলের গন্ধের মত
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল, মধুর, কি অনির্বচনীয়॥

Your smile, love,
like the smell of a strange flower,
seems simple
and yet inexplicable.

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণ কি শুধু হাসে ততই বাহুল্য॥

Death laughs when we exaggerate
the merit of the dead,
for it swells his store
with more than he can claim.

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে॥

The sigh of the shore follows in vain
the breeze that hastens the ship
across the sea.

সত্য তার সীমায় ভালোবাসে
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের সাথে॥

Truth loves its limits,
for there she meets the beautiful.

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পবনে শরতের ফসলের মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অঙ্গের নৃত্য, হে শিশু, তোমার প্রাণে মনে,
চিত্তের স্বপ্নলোকে তব, ধ্যানে তব, তোমার চিন্তনে॥

The Eternal Dancer dances
in the flower in spring,
in the harvest in autumn,
in thy limbs, my child,
in thy thoughts and dreams.

দিন দেয় [illegible] তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে —
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে॥

Day offers to the silence of stars
his golden lute to be tuned
for the endless light.

ভক্তি ভোরের পাখী
রাতের আঁধার শেষ না হ'তেই "আলো" বলে উঠে ডাকি॥

Faith is the bird that feels the light
and sings when the dawn is still dark.

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গন মাঝারে।
~~[illegible]~~
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে ॥

The day's cup that I have emptied
I bring to thee, Night,
to be cleansed with thy cool darkness
for a new morning's festival.

দিনের কাজে মোর প্রেম যেন
শক্তি লভে,
রাতের মিলনে পরম শান্তি
মিলিবে তবে ॥

Let my love feel its strength
in the service of day,
its peace in the union of night.

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
দিনের আলো ফেলে
সাঁঝের তারা ফিরিয়ে আনে
সাঁঝের তারা জ্বেলে ॥

Stars of night are the memorials for me
of my day's faded flowers.

যাবার যা সে যাবেই, তার
না দিলে খুলে দ্বার
ক্ষতির সাথে মিলায় তারি
বিকার-একাকার ॥

Open thy door to that which must go,
for the loss becomes unseemly when
obstructed.

সাগরের কানে জোয়ার বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি:
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা ॥

The shore whispers to the sea:
"Write to me what thy waves struggles
to say."
The sea writes in foam again and again
and wipes off the lines
in a boisterous despair.

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নূতন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ ॥

My new love comes bringing to me
the eternal wealth of the old.

নির্জন নিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ধারা,
কোনো কথা নাই, শুধু মুখে তার হাসা ॥

The earth gazes at the moon and wonders
that he should have all his music
in his smile.

স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে
চক্র যত নৃত্য করি ফিরিছে চারিধারে ॥

The centre is still and silent
in the heart of an eternal dance
of circles.

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল
রাতে দীপ আলো দেয়।
দোঁহার তুলনা করা শুধু অন্যায় ॥

The judge thinks that he is just
when he compares the oil of another's lamp
with the light of his own.

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারি তোলা রহে।
গলায়ে যা দেয় সকল নির্ঝর
চরাচর তারে বহে॥

Its store of snow is the hill's own burden,
its outpouring of streams
is borne by all the world.

কাছে-থাকার আড়াল-খানা
ভেদ করে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন
পায় মোরে॥

Let your love see me
even through the barrier of nearness.

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি —
"খুলে দাও আঁখি।"

I hear the prayer to the sun
from the myriad buds in the forest:
"Open our eyes."

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে আনন্দ আছে
কচি পাতা হয়ে এলো তাই দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেলো ক্ষণিক নাচিতে,
নিস্তব্ধ আত্মার মন্ত্র সেই নিলো আলোর নাচিতে॥

খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি।
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাত বেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়॥

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
লক্ষ লক্ষ তারা।
আলোহীন বাহিরের আশাহীন দিশাহীন ক্ষতি
পূর্ণ ক'রে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি॥

অস্ত রবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
প্রান্তবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে॥

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনি ভাবে শূন্য থাকে।
আপন মনের গোপন দিয়ে
পূর্ণ করে নাও না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্ণছবি,
পরশ রেখে বৈরাগী
সেথায় তোমার কল্পনাকে ॥

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা ॥

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকা মুকুল
কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল ॥

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যা মেঘের তরীতে।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
নম মহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে ॥

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে ॥

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমেষে মিলায়, — তবু নিখিলের মাধুর্য-রুচিতে
স্থান তার চিরস্থির; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে ॥

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেইতো আমার প্রদীপ রাতের বেলা ॥

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে —
বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে ॥

বসন্ত বায়ু, কুসুম-কেশর
গেছ কি ভুলি?
নগরের পথে ধূলিরে কেনও
উড়াও তুলি ॥

আলোক, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি।
[illegible]রের চেনা চাহনীটি
আঁধারে লুকাবে বুঝি ॥

দখিন হতে আনিলে, বধু,
ফুলের আভরণ,
দখিন-মুখে ফিরিবে যবে
উদাস হবে বন ।।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের যাত্রী,
উত্তর মরুর আহ্বান করিছ দাবি ।
দূরের সাগরে মেলা
নভো নীলিমায় খেলা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিবে গান ।।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন ।
ভোরের স্বপনে অজানা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন ।।

দিনান্তের ললাট লেখি
রক্ত আলোর চন্দনে
নিদ্রাহারা কোকিল আঁকি
শব্দহীন ক্রন্দনে ।।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেই জানি মোরেও পাই জানিতে ॥

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে ॥

সেথা দেখি তোমা তব ধারাজলে
স্তিমিত প্রতিবিম্বখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত নীরবে
কী ভাষায় কী না জানি ॥

পৌষ পথের বিরহী তরুর করে
তোমায় ফেরায় পাতার পত্র স্বরে ॥

ওরে বেলী ফুল তব বন-বিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে "আমারে জানি।"

ধনীর প্রাসাদ বিকট মূর্তি রাহু
বন্ধু শিশু বোঝায় বন্ধ বাহু।
মার মাতে সেই দীনের শিশু ঘরে
বাহু বিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে ॥

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে ॥

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের ভয়ে সে কাছেতে আসে ॥

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন ॥

চাঁদ কহে, "শোন্
শুকতারা,
রজনী যখন
হ'ল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আঁধারের
মাঝে এসে
করিলি আমায়
দিশেহারা ॥"

হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা,—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায় খেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা॥

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
মানি তবুও জানি কি।
সকল কথা বলো কি অভিমানিনী॥

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি,
তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী॥

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে!
ফুটিল ফুল ফাগুন রজনীতে
বিফলে গেলো ঝরে॥

Leave out my name from the gift
if it be a burden
but keep my song.

Memory, the priestess,
kills the present
and offers its heart to the shrine
of the dead past.

My mind starts up at some flash on the flow
of its thoughts
like a brook at a sudden liquid note
of its own
that is never repeated.

In the mountain, stillness surges up
to explore its own height;
in the lake movement stands still
to contemplate its own depth.

The departing night's one kiss
on the closed eyes of morning
glows in the star of dawn.

The lonely light of the sky comes through
the window
and borrows the music of joy and sadness
from my life.

Sorrow that has lost its memory
is like the dumb dark hours
that have no bird songs
but only the cricket's chirp.

Bigotry tries to keep truth safe in its hand
with a grip that Kills it.

God seeks comrades and claims love,
the Devil seeks slaves and claims obedience.

The soil in return for her service
Keeps the tree tied to her
the sky leaves it free.

The immortal, like a jewel,
does not boast of a large surface in years
but of a shining point in a moment.

The child ever dwells in the mystery
of an ageless time
unobscured by the dust of history.

There is a light laughter in the steps of creation
that carries it swiftly across time.

When peace is active sweeping its dirt
it is storm.

The breeze whispers to the lotus:
"What is thy secret?"
"It is myself" says the lotus,
"steal it and I disappear."

The freedom of the wind and the bondage
of the stem
join hands in the dance
of swaying branches.

The jasmine's lisping of love to the sun
is her flowers.

Gods, tired of paradise, envy man.

The tyrant claims freedom to kill freedom
and yet to keep it for himself.

Unimpassioned benevolence
insults the taste of the tongue,
only pitying the stomach's need.

The nights' loneliness is maintained
by the silent multitude of stars.

My heart today smiles at its past night of tears
like a wet tree glistening in the sun
after rain is over.

Life's errors cry for the merciful beauty
that can modulate their isolation
into a harmony with the whole.

They expect thanks for the banished nest
because their cage is shapely and secure.

In my love I pay my endless debt to thee
for what thou art.

The bottom of the pond, from its dark,
sends up its lyrics in lilies,
and the sun says, they are good.

Your calumny against the great is impious,
it hurts yourself;
against the small it is mean,
for it hurts the victim.

The muscle that has a doubt of its wisdom
throttles the voice that would cry.

Mother with her ancient trees
points to the sky in endless wonder.

My self's burden is lightened
when I laugh at myself.

The weak can be terrible
because he furiously tries to appear strong.

Realism boasts of its burden of sands
and forgets its loss in the current.

I decorate with futile fancies my idle moments
and see them float away in the air
like derelict clouds with their cargo of colours
drifting from somewhere to no destination.

The Devil's wares are expensive,
God's gifts are without price.

He owns the world who knows its law,
he who feels its truth loves it.

Forests, the clouds of earth,
hold up to the sky their silence,
and clouds from above come down
in resonant showers.

The darkness of night, like pain,
is dumb,
and darkness of dawn, like peace,
is silent.

Pride engraves his frowns in stones,
love hides them in flowers.

The obsequious brush curtails truth
in deference to the canvas which is narrow.

The hill in its longing for the far away sky
wishes to be like the cloud
with its endless urge of seeking.

To justify their own spilling of ink
they spell the day as night.

Profit laughs at goodness
when the good is profitable.

It is easy to make faces at the sun;
he is exposed by his own light.

History slowly smothers its truth
but hastily struggles to revive it
in the terrible penance of pain.

~~[illegible]~~ Beauty knows to say, "Enough,"
barbarism clamours for still more.

God loves to see in me not his servant
but himself who serves all.

The morning lamp on the lamp post
mockingly challenges the sun
with the light it has borrowed from him.

I am able to love my God
because he gives me freedom to deny him.

Wealth is the burden of bigness,
welfare the fullness of being.

Between the shores of Me and Thee
there is the loud ocean, my own surging self,
which I long to cross.

The right to possess foolishly boasts
of its right to enjoy.

The rose is a great deal more
than a blushing apology for its thorn.

To carry the burden of the instrument,
count the cost of its material,
and never to know that it is for music
is the tragedy of life's deafness.

The mountain fir keeps hidden
the memory of its struggle with the storm
murmuring in its rustling sigh,
a hymn of peace.

God honoured me with his fight
when I was rebellious,
he ignored me when I was languid.

The man proud of his sect
thinks that he has the sea
ladled into his private bowl.

Life sends up in blades of grass
its silent hymn of praise to the unnamed
Light.

True end is not in the reaching of the limit
but in a completion which is limitless.

Let thy touch thrill my life's strings
and make the music thine and mine.

The inner world rounded in my life,
like a fruit matured in sun and shower,
in joy and sorrow,
will drop into the darkness of the original soil
for some further course of creation.

Form is in Matter, rhythm in Force,
meaning in the Person.

There are seekers of wisdom and seekers
of wealth,
but I seek thy company
so that I may sing.

Like the tree its leaves, I scatter my speech
on the dust.
Let my words unuttered flower in thy silence.

My faith in truth, my vision of the perfect,
help thee, Master, in thy creation.

নিমেষকালের অতিথি পথিক পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল শুধু তারি তরে থাকে॥

The shade of my tree is for passers by,
its fruit for the one for whom I wait.

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মজ্জা-মাঝে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীন বন্ধন না মানে
মরে যায় শূন্য ভস্মস্থানে॥

The fire restrained in the tree fashions flowers.
Released from bonds, the shameless flame
dies in barren ashes.

নাহি কুসুম-উপহার তাই চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা দিয়ে কাঁদে॥

The sea smites his own barren breast
because he has no flowers to offer to the moon.

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে অর্থ মিছে।
To the blind pen the hand that writes is unreal,
its writing unmeaning.

মন্দ যাহা নিন্দার তরে রসনা রয় জাগি।
ভালো যে-টুকু স্তুতির তরে কেন না সরে বাকি।

Too ready to blame the bad,
too reluctant to praise the good.

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়া নিতে চাঁদে,
বিনা বাঁধনে আপনি চাঁদ
নিজেরে নিজে বাঁধে॥

The sky sets no snare to capture the moon,
it is his own freedom which binds him.

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে খোঁজে নিজ সীমা॥

The light that fills the sky
seeks its limit in a dewdrop on the grass.

প্রভাত আলোরে বিদ্রূপ করে ও কে
ক্ষুরের ধারের নিষ্ঠুর অহংকারে?

The razor blade is proud of its keenness
when it sneers at the sun.

All the delights that I have felt
in life's fruits and flowers
let me offer to thee
at the end of the feast
in a perfect unity of love.

Some have thought deep
and explored the meaning of thy truth,
and they are great;
I have listened to catch the music of thy play
and I am glad.

The lotus offers its beauty to the heaven,
the grass its service to the earth.

The sun's kiss mellows the miserliness
of the green fruit clinging to its stem
into an utter surrender.

Mistakes live in the neighbourhood of truth
and therefore delude us.

Day with its glare of curiosity
makes the stars disappear.

The cloud laughed at the rainbow
saying that it was an upstart
gaudy in its emptiness.
The rainbow calmly answered,
"I am as inevitable as the sun himself."

Let me not grope in vain in the dark
but keep my mind still in the faith
that the day will break
and truth will appear in the majesty
of its simplicity.

My mind has its true union with thee,
O sky,
at the window which is mine own,
and not in the open
where thou hast thy sole Kingdom.

Vacancy in my life's flute
waits for its music
like the primal darkness
before the stars came out.

Emancipation from the bondage of the soil
is no freedom ~~from~~ for the tree.

The tapestry of life's story is woven
by the joining and breaking of the threads
of life's ties.

Those thoughts of mine that soar
free in the air
come to perch upon my songs.

My soul tonight loses itself
in the silent heart of a tree
standing alone among the whispers
of immensity.

Pearl shells cast up by the sea
on death's barren beach —
a magnificent wastefulness
of creative life.

My life has its play of colours through the varied hopes
and gains incomplete
like the reed that has its music through its gaps.

Let not my thanks to thee rob my silence
of its fuller homage.

Life's aspiration comes in the guise of a child.

The fruit that I have gained for ever
is that which has been accepted by love.

In my life's garden my wealth has been
of shadows and lights
that are never gathered and stored.

Light is young, the ancient light;
shadows are of the moment,
they are born old.

My songs are to sing that I have loved thy singing.

Men form constellations with stars that are their
own stories [illegible]
grown from the fiery mist of their passions,
power and dreams,
eddying into living spheres.

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ॥

The one without second is emptiness,
the other one makes it true.

প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

Try to break the difference and it is multiplied.
By acknowledging it unity is gained.

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

The spirit of death is one, the spirit of life
is many.
When God is dead religion becomes one.

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে॥

Darkness smothers the one into uniformity.
Light reveals the one in its multifariousness.

ফুল দেখিবারে যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে॥

Let him take note of the thorn
who can see the flower as a whole.

ধুলারে মারিলে লাথি ঠেকে তোলে মুখে।
জল ঢালো, ধুলাই মিলাবে পায়ে চুকে।

If you kick the dust it troubles the air,
sprinkling of water helps you best.

ভালো করিবারে যার বিষম ত্বরতা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা॥

ভালো যে করিতে পারে সেও হারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্ব্ব প্রকাশে॥

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বলো, শোনায় না মিঠে॥

হয় কাজ আছে ওর নয় কাজ নাই,
কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিয়ো না ভাই॥

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক্ তারে ধিক্॥

অবকাশ গর্ভে থাকে আপনারি সঙ্গে,
সিন্ধুর পূর্ণতা দেখে সিন্ধুর তরঙ্গে ॥

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মূল্যবান ॥

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা ॥

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব্ব করি অপূর্ব্ব এ মায়া ॥

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিন্দুকের নিন্দার কাছে নত হয়ো তবে ॥

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে হাসে দেখে তার রঙ্গ ॥

দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি সে তখনি ॥

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
মৃত্যু তারে নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ ॥

লেখন বাংলা ১৩৩৩ সনে য়ুরোপে মুদ্রিত ও ১৩৩৪ সালে এ দেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা এ স্থলে সংকলিত হইল।—

'লেখন'

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে-একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে— সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে : নাল্পে সুখমস্তি। নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের— কেননা, তারা জাত-আর্টিস্ট্। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেই জন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন— এখনো সে দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি—

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণেক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে জিনিষটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

গেলবারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপি খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে লিখতে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁকে চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালী দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, 'আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়। এই জন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, 'আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগ্‌নেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেন্‌সনের দাবি রেখে দাও।' এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখাগুলো আমি যে পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্রলোকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম 'কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা', তিনি জোর করেই বললেন, 'কোনো সংশয় নেই।'

আমার রচনা সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে

সই তখন থেকে সে গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল— মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতা-বশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না— কেননা, তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম—

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নাহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত— এমন-কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা-কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম, শাবাশ! হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল, ধন্য!

তার পরে আর-একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।

কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এহেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে— সে আজকের কথা নয়— এই ভাবের দুই একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে!

আর-একটি ছোটো কবিতা—

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে ভার
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন-নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাস-খানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদাদেবীর কাছে 'লেখন' একখণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে পত্র লিখেছেন সেটা উদ্‌ধৃত করে দিই—

'লেখন' পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমৎকার— দু-চার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সুসংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩ এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন।' যথা—

১. *তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি*
২. *ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে*

৩. আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন

৪. প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার

৫. শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন)[১]

সবগুলিই 'পত্রলেখা'য় ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলেবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যখন 'পত্রলেখা'র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অন্তত 'পত্রলেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষ ' আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৫

জন্মশতবর্ষে 'লেখন' বিশ্বভারতীর সংস্করণে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের প্রসঙ্গকথা

এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বস্তুতঃ 'চীনে জাপানে' 'এই লেখনগুলি শুরু' হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' বহুবার মিটাইতে হইয়াছে, তাহা ছাড়া লেখনের সব কবিতাই এইরূপ অন্যের দাবির বশে রচিত হয় নাই। লেখনের শেষাংশে, 'একা একা শূন্যমাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজে, আরোগ্যশালায়, নানা স্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত।

১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হইবার পরেও, উহার অনেকগুলি খুচরা পৃষ্ঠা উদ্‌বৃত্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ অল্পাধিক অসম্পূর্ণ হইলেও আদরণীয় হইবে মনে করিয়া, ১৩৫৮ সালের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে অসম্পূর্ণ লেখনের ঐরূপ কতকগুলি কপি পুনঃপ্রচারিত হয়।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে বর্তমানে লেখন গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্‌নলজির কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক বিনামূল্যে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে সুলভ মূল্যে এই সংস্করণ প্রচার করা সম্ভবপর হইল; এই আনুকূল্য ও সহযোগিতার জন্য বিশ্বভারতী উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

[১]এই পাঁচটি কবিতাই রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত 'লেখন' এবং

লেখন কাব্যের বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত। কবিতা-কয়টি ১৩০৯ সনের বঙ্গদর্শনে লেখক বা লেখিকার নাম বাদ দিয়াই মুদ্রিত হয়।

প্রিয়ম্বদাদেবীর পত্রলেখা কাব্যের (পৃ ৬১) 'বিসর্জ্জন' কবিতা—

এতটুকু ক্ষণিকের সুখ সুকুমার
তারি তরে কি আগ্রহ কত হাহাকার?
সকলি গিয়াছে চলে, অত টুকু হায়
অবোধ শিশুর মত রেখনা লুকায়
প্রাণপণে ক্ষীণবল মুঠির ভিতরে—
হাত খুলে সমুখেতে দাও তুলে ধরে
নিষ্ঠুর নিয়তি ধীরে প্রশান্ত হৃদয়ে
সর্ব্ব অবশেষ টুকু যাক্ কেড়ে লয়ে।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩০৯ আশ্বিন বঙ্গদর্শন পত্রে (পৃ ৩২৫) মুদ্রিত, উহার রূপান্তরিত পাঠ—

শুধু এইটুকু সুখ, অতি সুকুমার,
তারি তরে কি আগ্রহ, কত হাহাকার।
সকলি গেছে ত চলে, এইটুকু বাকি,
অবোধ শিশুর মত রাখিয়ো না ঢাকি'।
স্থির হয়ে সহ্য কর পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু নিয়ে যাক্ নিষ্ঠুর নিয়তি।

লেখন কাব্যের জন্য ধাতুপত্রে অনুলেখন -সময়ে বঙ্গদর্শনে-মুদ্রিত 'বিসর্জ্জন' কবিতারও মাঝের দুটি ছত্র ত্যাগ করা হয়, ইহা ছাড়া 'কি' স্থানে 'কী', 'কর' স্থানে 'করো' প্রভৃতি আক্ষরিক পরিবর্তনও ছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, পত্রলেখা ও লেখনের তুলনা করিলে বর্তমান তালিকার প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ কবিতায় পরিবর্তন অতি অল্পই দেখা যায়; কিন্তু পঞ্চম কবিতার ন্যায় বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় দ্বিতীয় কবিতাটি, পত্রলেখার ছয়-ছত্র হইতে (পৃ ১৯) বঙ্গদর্শনে (কার্তিক ১৩০৯) বা লেখনে মাঝের দুইটি ছত্র বর্জিত।

* ভ্রান্তিতে?

**প্রথম সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর সংস্করণে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সংস্করণকেই অনুসরণ করা হল।

—প্রকাশিকা